ওয়েজ আর্নার বন্ডস

১. প্রশ্ন ঃ কারা এ বন্ড ক্রয় করতে পারবেন ?

উত্তর ঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিক অথবা বাংলাদেশ যাহার উপার্জন ওয়েজ আর্নার স্কিমের আওতাভুক্ত তার নিজের নামে বা অন্য কারো নামে কিনতে পারবে। বিদেশে কর্মরত সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত /সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন বন্ড ক্রয় করতে পারবে ।

২. প্রশ্ন ঃ বন্ড ক্রয় করতে কি কি ডকুমেন্ট লাগবে ?
উত্তর ঃ গ্রাহকের নিম্নলিখিত ডকুমেন্টগুলো লাগবে -

1. NID
2. Passport,
3. Valid Visa/Work Permit,
4. Photograph of Applicant & Nominee,
5. Remittance Related Documents (Money Receipt/equivalent),
6. Job Related Documents (Such as Salary Statement/Employment certificate/Tax Return/ any other proof of income)

সকল প্রকার বন্ডে নমিনী নিয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে নমিনীর ছবি, এনআইডি এবং পাসপোর্ট দাখিল করতে হবে।

৩. প্রশ্ন ঃ বন্ড ক্রয়ের আবেদন ফর্ম এবং অন্যান্য ফর্ম সমূহ কোথায় পাওয়া যাবে?
উত্তর ঃ ফর্মসমূহ সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাতে পাওয়া যায়। এছাড়াও সোনালী ব্যাংকের ওয়েব সাইটে এ সকল ফর্ম পাওয়া যায়।(www.sonalibank.com.bd)

৪. প্রশ্ন ঃ ম্যানুয়াল বন্ড হারিয়ে গেলে কি হবে ?
উত্তর ঃ ম্যানুয়াল বন্ড হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর জন্য থানায় জিডি করে বন্ড ইস্যুকারী শাখায় আবেদন করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করা হয়।

৫. প্রশ্ন ঃ গ্রাহকের মৃত্যু হলে বন্ডের মূল্য কাকে দেয়া হয় ?
উত্তর ঃ গ্রাহকের মৃত্যু হলে নমিনীর চাহিদামতো মেয়াদপূর্তির পর বা পূর্বেই বন্ডের অভিহিত মূল্য ও মুনাফা নমিনীকে প্রদান করা হয়।

৬. প্রশ্ন ঃ NSSD সিস্টেমে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহের অটো রিনিউয়াল সিস্টেম কিভাবে করতে হয় ?
উত্তর ঃ NSSD সিস্টেমে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই গ্রাহকের আবেদন সাপেক্ষে সফটওয়্যারে অটো রিনিউ করা যায়। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রিনিউ করা যাবে না।

৭. প্রশ্ন ঃ বেতন বা পেশা থেকে অর্জিত আয় ব্যতীত অন্যান্য আয় (যেমন জমি বিক্রয়, পেনশন ইত্যাদি) দিয়ে কি বন্ড ক্রয় করা যায়?
উত্তর ঃ করা যায় না।

৮. প্রশ্ন ঃ বন্ড কি দেশে না এসে যেকোন সময় ভাঙানো যায়?
উত্তর ঃ গ্রাহক দেশে না এসে যেকোন সময় বন্ড ভাঙাতে পারবেন। বন্ডের পিছনে স্বাক্ষর করে ও সংশ্লিষ্ট আবেদন ফরম(সোনালী ব্যাংকের ওয়েব সাইটে ফরমসমূহ পাওয়া যাবে) পূরন করে অথরাইজড ব্যক্তির মাধ্যমে/ডাকযোগে ইস্যুকারী শাখায় পাঠিয়ে দিয়েও ভাঙানো যায়।

৯. প্রশ্ন ঃ প্রাপ্য মুনাফা হিসাবায়ন করতে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ ধরা হয় কি ?
উত্তর ঃ সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ ধরে প্রাপ্য মুনাফা হিসাবায়ন করা হয় ।

১০. প্রশ্ন ঃ এ বিষয়ে নিয়ম কানুন কে প্রনয়ণ করে ও চুড়ান্ত নিস্পত্তির কর্তৃপক্ষ কে ?
উত্তর ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

১১. প্রশ্ন ঃ এ বিনিয়োগ কি সর্ম্পূন নিরাপদ ?
উত্তর ঃ বন্ড বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রনীত বিধায় এটি সম্পূর্ন নিরাপদ।

১২. প্রশ্ন ঃ যৌথ নামে বা প্রতিষ্ঠানের নামে বন্ড কেনা যায় কি?
উত্তরঃ যৌথ নামে বা প্রতিষ্ঠানের নামে বন্ড কেনা যায় না।

১৩. প্রশ্ন ঃ বন্ডের টাকা অন্য কোন ব্যক্তিকে পরিশোধ করা যাবে কী?
উত্তর ঃ বন্ড গ্রাহক জীবিত থাকাবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তিকে বন্ডের টাকা পরিশোধ করার কোন সুযোগ নেই। বন্ড ধারকের নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবে আসল ও মুনাফার অর্থ জমা করা হয়।

১৪. প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি কি সকল ধরনের বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারে ?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, পারবেন।

১৫. প্রশ্ন ঃ নমিনী ও আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্য কি পরিবর্তন করা যায় ? যদি যায়, তাহলে কি প্রক্রিয়ায় তা করা হয়?
উত্তর ঃ হ্যাঁ যায়, গ্রাহকের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে নমিনী, ব্যাংক হিসাবের তথ্য, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি ইস্যুকারী শাখার মাধ্যমে SPFMS, অর্থ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ এর অনুমোদনক্রমে পরিবর্তন করা যায়।

১৬. প্রশ্ন ঃ বন্ড কি আয়কর মুক্ত ?
উত্তর ঃ বন্ড সর্ম্পূন আয়কর মুক্ত।

১৭. প্রশ্ন ঃ অনলাইন বন্ড কি? অনলাইন বন্ডে ইস্যুকারী ব্যাংকের অথরাইজড অফিসারের স্বাক্ষর থাকে না কেন?
উত্তর ঃ "জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" (NSSD সফটওয়্যার) এর মাধ্যমে ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ অনলাইন বন্ড। অনলাইন বন্ডের সার্টিফিকেট NSSD সফটওয়্যারে অটোমেটিক জেনারেট হয় বিধায় এতে ম্যানুয়ালী স্বাক্ষর লাগে না ।

বন্ডের নিয়মাবলী বাংলাদেশ সরকার যে কোন সময় পরিবর্তন করতে পারেন ।